হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

২য় পর্ব

দিগন্ত বড়ুয়া

প্রথম পর্বের পর হতে....

না । ভাববেন না কেউ , এবার ও আমাকে ভিন্নমত কিছু শিখিয়ে দেয় নি। অথবা ভিন্নমত থেকে শিখে কিছু লিখছি না । ঐ যে হিসাব মিলাতে পারছি না, তাই লিখা । তবে আমি ক্ষুদ্র মাথায় হিসাব মিলাতে না পারলে কি হবে , অনেক জ্ঞানী গুনী পন্ডিত ব্যক্তিত্ব আছেন যারা আমার হিসাব মিলাতে পারবেন । সেই ভরষায় আমি হিসাব দিতেই থাকি । তারাই না হয় মিলাবেন আমার হিসাবটা । কি বলেন ! তাহলে হিসাব দেয়া টা শুরু করি ।

তরুন বয়সে বেশ উড়নচন্ডি ছিলাম । তাই ছক বাঁধা জীবনে ফেলার জন্য গার্জেনরা কিছু কঠোর নিয়ম বেঁধেছিলেন আমার জন্য। সেই থেকে একটু একটু ছকে পড়তে পড়তে কবে যে সেই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পরেছি তার আর খেয়াল রাখতে পারিনি। এখন শুধু ছক বাঁধা জীবন ভালো লাগে। মানে নিয়ম নীতির মাঝে আর কি । তাই আমার বিগত কিছু কিছু লেখায় বলতে চেয়েছিলাম যে,লেখক আপনারা এমন কিছু লিখুন যাতে আমরা কিছু শিখতে পারি। বলার কারন মুলতঃ একটি, সবাই লিখে না, তবে প্রায় সবারই কম বেশী পড়ার মন মানসিকতা থাকে। এই লেখা মানুষকে স্বজ্ঞানে অজ্ঞানে বা যেভাবেই হোক কিছুনা কিছু মন্তব্য দেয়। তাই লেখকরা ভালো কিছু লিখলে পাঠক ভালো কিছু শিখলো, জানলো। এতে করে আর যাই হোক সমাজে বিষ বাষ্প ছড়াবার কারন থাকে না । আর লেখায় যদি কোন বিষ বাষ্প থাকে তা একটি সমাজকে অন্ধ বানাতে বেশী সময় নেয় না । একটি জাতি ধ্বংস করতে সহজ হয়ে যায়। আমরা বাংগালী, ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশী নিই সবসময়। তাই আজকে আমাদের এই অবস্তা । মোট কথা, আমরা যারা নেটে বিচরন করি, নিশ্চয় আমরা অন্য দশজনের চেয়ে ভালো জীবন যাপন করি, ভালো কিছু দেখি, ভালো কিছু আমাদের চার পাশে ঘুর ঘুর করে। কেন আমরা পারিনা আমাদের চারপাশের সেই ভালো দিক গুলো তুলে ধরে আমাদের সমাজকে এগিয়ে যাবার জন্য উপকরন যোগাতে ? আমরা ভালো কিছু দিতে পারলে উন্নত হবে আমাদের জাতি। অন্য কেউ নয় । যাক,তবে এবার মূল গল্পে আসা যাক ।

ছুঁয়ে দেখা গল্প ঃ

শিক্ষা ও পেশাগত কারনে পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে আমার থাকতে হয়েছে । সেখান থেকে দুইটা গল্প শোনাবো বা হিসাব দেবো । অনেক দিন আগের কথা। বাংলাদেশ দূতাবাস ব্যাংককের সুকুমভিত রোডে কোন এক গলির বেশ কিছু ভিতরে একটি আবাসিক বাড়ী কে অফিস বানিয়ে কাজ করতো। জানি না এখন সেই জায়গায় অফিস আছে কিনা । একদিন আমার বাংলাদেশ পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়েছিলাম । সব রকম অফিসিয়াল নিয়ম কানুন সেরে জমা দিলাম একটি থাই মেয়ের কাছে । মেয়েটি আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে পাসপোর্টটা সাথে সাথে একটি দরজা পারহয়ে কাকে জানি দিয়ে আসলো। একমুহুর্তের মধ্যে এক মধ্য বয়সী লোক বের হয়ে এসে একবার আমার দিকে আর একবার পাসপোর্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনী কি বাংলাদেশী ? (দেখে মাত্র বুঝলাম এই লোকতো চেনা। ব্যাংককে বহুল পরিচিত ইন্ডিয়া মার্কেটে যার থাই নাম পাহুরাত, প্রায় সময় বাঙ্গলী দোকানে আড্ডা দিতে দেখি) আমি বললাম হ্যাঁ । আমাকে সেই লোকটি ও একটু দাঁড়াতে বললেন। কিছুক্ষন বাদে ফিরে এসে ঐ গর্ধব টা আমাকে বললো ইদানিং

অনেক বার্মিজ, নেপালী , ভারতীয় লোক বাংলাদেশী বলে আমাদের কাছথেকে পাসপোর্ট নিচ্ছে বিভিন্ন চালাকি করে, তাই আপনার পাসপোর্ট বিবরনী আমরা আগে বাংলাদেশে পাঠাবো, তারা যদি বলে তখন আমরা নবায়ন করবো । আমি আমার শিক্ষা সংক্রান্ত ও যতটুকু কাগজ পত্র দিতে হয় বা দেখাতে হয় সব গুলো দিয়ে , দেখিয়ে ও কিছু করতে পারলাম না । লোক মুখে শোনা, অথচ এই সেই লোক যিনি ব্যাংককের ইন্ডিয়া মার্কেটে বিকাল বেলা কিছু ইন্ডিয়ান ও বাংগালী দোকানে বসে বসে বিভিন্ন দেশের লোকের কাছে বাংলাদেশ পাসপোর্ট বিক্রি করতেন। তার সাথে আরো কয় জন বাংলাদেশ দুতাবাসের লোক জড়িত ছিল । এই পাসপোর্ট বিক্রির জন্য গ্রাহক যোগার করতো কিছু বাংলাদেশের ভাসমান লোক, যারা বিভিন্ন কারনে ব্যাংককে গিয়ে আটকে গিয়েছিলেন। আর পাসপোর্টের প্রধান খরিদ্দার ছিল বার্মার রোহিঙ্গারা, তার পর ক্রমানুষারে সার্ক ভুক্ত দেশের মানুষ। কিন্তু আমি সত্যিকার বাংলাদেশের নাগরিক,প্রমান পত্র ও দলিল ব্যবহার করে ও আমার পাসপোর্ট নবায়ন করেছিলাম দেশে গিয়ে। কারন আমার পাসপোর্টে তো আর মুসলিম নাম ছিল না । আমি ঘুষ দিলে হয়তো পারতাম কিন্তু করিনি। ঐ যে একটা ছকে পরেছিলাম বলেছি, তাই ছক টিকিয়ে রাখতে কিছু টাকা আমার গর্চা দিতে হয়েছিল।

এইবার কি হলো দেখেন ! সিউল এয়ারপোর্টে আমার পাসপোর্টে সিল মারার যায়গা খুজে পেতে ইমিগ্রেশান কর্মকর্তার বেশ কষ্ট হয়েছিল। তার পর শেষ পাতার যেখানে তিন ভাগের দুই ভাগ ব্যবহার হয়েগেছে অনেক আগেই সেই পাতায় ছোট্ট সিলটি মেরে দিল । কি আর করা , পেশা গত কাজের ফাকে একদিন সিউলের ইথেওয়ান নামক জায়গায় দুতাবাস পাড়ায় যাই। উদ্দেশ্য নতুন পাসপোর্ট নেবো। বঙ্গ দুতের অফিসে ঢুকেই দেখলাম একটা চেংরা গোছের ছেলে বসে আছে। সম্ভাসন জানিয়ে তাকে বিষয়টা বললাম। সে বললো জরুরী হলে আপনী ২ ঘন্টা পরে আসেন । আমি বললাম ভাই আমি খুব ক্লান্ত। আমি একটু বসি। আপনারা কাজ করেন । সেই দিনটি ছিল শুক্রবার। বসে বসে বাংলা কাজগে চোখ বুলাচ্ছি, এমন সময় টাই পড়া এক বঙ্গ সন্তান এসে বললো চলুন নামাজে যাই। আমি বললাম আমি দিগন্ত বড়ুয়া । সে বললো আরে ভাই সারা জীবন তো বেড়ান। একটু পরজন্মের জন্য কিছু করুন । আমি বললাম ভাই আমি সেই দিকে খুব সজাগ। সে তবুও আমার কথা মোটেও কর্নপাত না করে আমাকে হাত ধরে টান দিয়ে বললেন চলেন তো চলেন । তারপর আমি তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম আমি বৌদ্ধ। তারপর ও সে বলছে , তাতে কি হয়েছে।আমি তাকে বললাম আপনার পথে আপনি যান , আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। তখন সে যাবার সময় বলে উঠলো, হায়রে আল্লার বান্দারে বুঝাইতে পারলাম না । তখন আমার মুখটা বন্ধ করে রাখতে পারিনি, আমি সাথে সাথে তাকে বলে উঠলাম , আপনি নিজেই তো বুঝেন না, অন্য কে কি বুঝাবেন ? এই হলো হাদারাম গাধা শান্তিবাদীদের লক্ষন।

সুজন দা আমার এক পরিচিত, হিন্দু ধর্মাবলম্বী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় শরমিন আক্তার বিউটির সাথে পরিচয় । দুজনেই সহপাঠি। এক সময় তাদের জাগতিক নিয়মে প্রেম হয় । পড়ালেখা চুড়ান্ত পর্ব শেষ করে দুজনেই ঠিক করে বিয়ে করবে । প্রথমে শরমিন বৌদির পরিবার থেকে চাপ আসে ছেলেকে মুসলিম হতে হবে। অভিজাত পরিবারের ছেলে সুজন দা বলেছিল না, সম্ভব না , সুজন দা সেইদিন শরমিন বৌদিকে বলেছিল একটি ছেলে বিয়ে করে বৌ ঘরে আনে। ছেলে শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে যায় না । পৃথিবীর নিয়মানুষারে আগামী প্রজন্ম পরিচিত হবে বাবার পরিচয়ে । একজন শিকড়বিহীন পুরুষ হিসেবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তখন তাদের মাঝে ঠিক হয় যার যার ধর্মে সে সে থাকবে । দুজনেরই পারিবারিক অমতে বিয়ে করে । সুজন দার বাবা বৌকে ঘরে তোলে তিন বছর পরে। পুরোপুরি সামাজিক নিয়মে । তারপর থেকে সুজন দা ঢাকায় ।এক সময় সুজন দা পাক্কা ব্যবসায়ী হয়ে যায়। প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্যবসা । শরমিন বৌদি তখন কোন এক প্রতিষ্টানের বিশিষ্ট কর্মমর্তা। তাদের দুটি ছেলে মেয়ে হয়। স্বপ্না ও অজয় । সুজন দার বৌ তখন পুরোপুরি হিন্দু বৌ হয়ে যান । শরমিন বৌদিদের বাড়ী থেকে ও

কোন চাপ নেই আর। সুজনদার অফিসে একদিন বৌদির সাথে দেখা হয় , কথা বলতে গিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলাম বৌদি এখন কি আমার গরুর মাংস খাওয়ার দিন শেষ ? বৌদিবলেছিল কেন শেষ ? আপনি খাবেন, আমি রান্না করবো । এখন সময় পেলে চলেন সাথে। ফ্রিজে রাখা আছে কিছুটা এখনো । অনেক কথার ফাঁকে শরমিন বৌদি বলেছিল একটি কথা ।আমি তো কারো প্ররোচনা বা চাপে পরে কিছু করছিনা, ভাই, সামান্য ধর্মের জন্য তো আমি আমার আগামীকে এলোমেলো করে রেখে যেতে পারিনা । এতটুকু কথা হয় সেইদিন। আর কোন খোজ নাই অনেক দিন। আমি দেশে গেলেও নিজের ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতাম। তাই কোনদিন খোজ ও নেয়া হয়নি । প্রায় বেশ ক’ বছর পরে একদিন হঠাৎ উসখো খুসকো গোঁপ দাঁড়ি নিয়ে এই পরবাসে একলোক আমার কর্মস্তলের সামনে হাজির। দিগন্ত বড়ুয়াকে খোঁজে । দেখে বুঝতে বাকী ছিলনা যে, কোন এক সমস্যায় পরেছে আমার সুজন দা । সাথে সাথে কফি খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। আমার কাজ চুলোয় যাক, অনেক দিন পরে একজন কাছের মানুষের দেখা । কি করে মিস করি ? কেন বিদেশে আসলো, দেশে কি হয়েছিল তা নিয়ে হাজার হাজার প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছি সুজন দাকে। সুজন দা নির্বাক । অনেক ক্ষন আমরা বসেও খুব সামান্য কথা বলি। কোথায় উঠেছে জেনে বললাম আপনি চলে যান। বিকালে আমি আপনার বাসায় যাব । সেইদিন বিকালে সুজন দার বাসায় গিয়ে যা শুনলাম তা খুব ছোট করেই লিখছি । বিএনপির প্রথম দফার ক্ষমতায় থাকার সময় সুজন দার ব্যবসায় চোখ পরে এক নেতার। নেতা আবার ডাকুও । রাজাকারের সাথে বেশ দহরম মহরম সেই নেতার। মোট কথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেলারা যেমন চরিত্রহীন হয় তেমন আরকি। আজকে বিএনপি কালকে আওয়ামীলীগ পরশু জামাত। তো, সেই নেতা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সুজন দার ব্যবসা জবর দখল করার । এক সময় সুজন দাকে রাজনৈতিক কারিশমা দিয়ে কিছুটা কাবু ও করে ফেলে । এর পর আর সম্ভব না হওয়ায় তখন সেই নেতা আরো দুই জন ভিড়ায় দলে। এখন এই ডাকুরা তিন জন তিন দলের। বিভিন্ন ভাবে তবুও হয়রানি করে চলছে সমানে সুজন দাকে। তার পর একদলের ক্ষমতা শেষ। এবার নতুন দল ক্ষমতায় গেল। এবার শুরু হলো নতুন তরিকার নির্যাতন । একদিন সুজন দাকে বললো আগামী ইদের দিন নামাজ পড়তে না গেলে বাসায় এসে মাথাটা শুধু নিয়ে যাবো। এই সময় প্রচন্ড চাপ দিতে তাকে সুজন দাকে মুসলিম হবার জন্য। প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে সুজন দার বাসায় বিভিন্ন ভাবে এই চাপ আসতে থাকে। কি আর করা। সুজন দা এখন বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে থাকার জায়গা খুজছেন। হঠাৎ এই দেশে থাকার জায়গা মিলে গেলো। এখন ব্যবসা গুটানোর পালা। ব্যবসা বিক্রি করতে চাইলেও করতে পারে না। নানা রকম হুমকি হয়রানি। শেষ পর্যন্ত সুজন দা সেই সাড়ে তিন তিনকোটি টাকার ব্যবসা পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকায় হস্তান্তর করতে বাধ্য হয় সেই ডাকুদের কাছে। ডাকুরা কাগজ বুঝে নিয়ে বাইশ লাখ টাকা দিয়ে কেটে পরে। পরে টাকা চাইতে গেলে সুজন দাকে হত্যার হুমকি দেয় দুইদিনের মধ্যে। সেই রাতেই শরমিন বৌদিরা সাজানো গোছানো সংশার ফেলে ভারতে পালায়। তারও কিছুদিন পরে এই দেশে চলে আসে। শান্তির অতন্দ্র প্রহরীরা/শান্তিকামীরা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় একটি মানুষের সংশার ।

এবারে ঘটনাটা ও প্রায় সুজন দার মতো বেশ মিল আছে। আমার বাবার মামার বাড়ীর দেশের ছেলে। তাদের প্রতিবেশী। আমরা ছোটবেলায় বেড়াতে গেলে সেই লোককে দেখতাম। আমি মামা ডাকতাম। এটা আমার ছোটবেলার জানা ঘটনা। তো মামা ইঞ্জিনিয়ার। মামা কোন এক জেলায় কাজ করার সময় কোন এক কলেজের প্রভাষিকার সাথে পরিচয় হয়। প্রভাষিকা মুসলিম মেয়ে। মামাকে ভিন্নধর্মাবলম্বী জেনে ও মন দেয়। মামারা এক সময় প্রেমে হাবুডুবু খাবার এক পর্যায়ে বিয়ে করেফেলে। দুইজনেই নিজ নিজ ধর্মে থাকবে বলে কথা হয় তাদের মাঝে। বিয়ে করে মামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী চলে আসে কিছুদিনের জন্য । মামার বাড়ীতে আসার ৩/৪ দিনের মাথায় তাদের প্রতিবেশী শান্তিকামীদের গ্রামে খবর পৌছায় , অমুক পাড়ার অমুকের ছেলে শান্তিবাদীদের মেয়ে বিয়ে করেছে । ব্যাস্ আর যায় কোথায় ! শান্তিবাদীরা স্বদলবলে এসে মামাদের পাড়ার আটটি বাড়ী

পুড়িয়েদেয় । লুটপাট করে বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত । আর তাদেরই শান্তিকামিনী সদস্য মামার বিয়ে করা বৌকে ৮/৯ জনে মিলে ধর্ষন করে। মামাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে আধ মরা করে ফেলে চলে যায়। তারপর মামার সেই অবস্তায় রাতের আঁধারে তার পরিবারের সদস্যরা মিলে মামা মামীকে অন্যত্র নিয়ে যায় অতি কষ্টে। মামী শান্তিকামী ভ্রাতা কতৃক ধর্ষিত হয়ে, রাগে ক্ষোভে ভিন্নধর্ম গ্রহন করে । তারপর দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যায়। এখন আমার সেই মামী ভারতের কোন এক অঞ্চলের মোটামুটি পরিচিতা এক রাজনৈতীক নেত্রী । দেখুন শান্তির ঘায়ে মানুষ দিকবিদিক পালিয়ে বাঁচে ।

যাক, এতক্ষন তো এক পদের গল্প বললাম। এবার না হয় কোন পাহাড়ী গল্প বলি ! কি ! কেমন হয় ? নিশ্চয় ভালো লাগবে । রুচির তো পরিবর্তন হবে । কি বলেন ! আচ্ছা তাহলে আজকে মাত্র একটা পাহাড়ী গল্প বলি। বাকীটা অন্য কোন সময় বলবো । আরে...! বাকীটা মানে ! মাত্রতো শুরু। অনেক বড় এই গল্পটা । এক্কেবারে জ্যন্ত গল্প। কি খুশি তো ? শান্তির সুধায় কি মারাত্নক সুখ এই গল্প শুনলে বুঝতে পারবেন। তাহলে এত ভনিতা না করে বলাই শুরু করি ।

এটি একটি প্রকৃত চিঠির নমুনা, অনুরুপ বাংলাদেশের সব বিভাগ সমুহের ইস্যু করা এক একটি চিঠি এই রকমই ছিল। শুধু চিঠি প্রাপকদের নাম গুলো লিখলাম না । কেন জিজ্ঞাসা করবেন ? কেন তো জানি না !

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকার

বিভাগীয় কমিশনার -

এর দপ্তর

চট্টগ্রাম

বিভাগ

চট্টগ্রাম

প্রতি ঃ জনাব ঃ.............(নাম লিখছিনা)
গ্রাম সরকার প্রধান
(পুরো ঠিকানা হবে এই জায়গায়)

পার্বত্য চট্টগ্রাম এক বিশাল এলাকা বেষ্টিত জিলা । খুব কম লোকের বাস এখানে । এখানে লাখ লাখ একর খাস জমি অনবাদী অবস্তায় পরে আছে । এই জাতীয় ভুমিতে উৎপাদন শুরু না করা মানে জাতীয় সম্পদের অপচয় করা । বাংলাদেশ সরকার এই ভুমিকে উৎপাদনশীল করার জন্য দেশের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষককে বিনামুল্যে বিতরন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উৎসাহী কৃষকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চাইলে তাদের নিম্নোক্ত সুবিধা দেয়া হবে ।

২. পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করার জন্য বাড়ী ঘর বানানোর জন্য বিভিন্ন কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে দেয়া ৫ একর পাহাড়ী জমি প্রতিটি কৃষক পরিবারকে দেয়া হবে বিনামূল্যে সাব কবলা করে ।
৩. প্রতি পরিবারকে প্রথম ৬ মাস বিনা মূল্যে প্রতি সপ্তায় ২১ সের করে গম বা ধান দেয়া হবে ।

এছাড়াও সরকারী খরচে পরিবারের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার জন্য স্কুল ও মাদ্রাসা ব্যবস্তা করা হয়েছে । উল্লিখিত ব্যবস্থায় এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০০ পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। এমন ও দেখা গিয়েছে বেশির ভাগ পরিবার ৬ মাসের মাথায় নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।
সরকারী ভাবে যে সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে নিশ্চয় আপনার এলাকার লোকের মনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস স্থাপনের ইচ্ছা হবে ।আমার মনে হয় আপনার গ্রামের অনেক ভূমিহীন লোকজন আছে যারা সচ্ছল ভাবে চলতে পারছে না , তাদের এই অভাব দূর করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠাতে পারেন।
নিজ জীবনের উন্নতি তথা দেশের সার্বিক কর্তব্য কর্মে আগ্রহী এমন সব পরিবারকে একত্র করে আপনি সবাইকে একটি করে পরিচয় পত্র দিয়ে হাজী ক্যাম্প পাহাড়তলী চট্টগ্রামে পাঠাইলে আমি সুখী হইব ।
আপনার পাঠানো লোকজন পরিবার সহ হাজী ক্যাম্পে উপস্থিত হইলে সরকারী ব্যবস্থায় তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠাইয়া বসতি স্থাপন করান হবে।
উল্লিখিত প্রস্তাবে আপনার মতামত আগামী........... তারিখের মধ্যে জানাইলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।

বিভাগীয়
কমিশনার
চট্টগ্রাম
বিভাগ

কি বুঝলেন শান্তিকামীরা ? কার জমি কাকে দিয়ে দিলেন আজকে ? কার ভূমিতে কাকে ঘর ছাড়া করলেন ? কে ঘর ছাড়া ? ঐ চিঠি অনুষারে মিলিয়ে দেখুন, ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য ঐ আয়োজন করেছিলেন, পার্বত্য মানুষের জন্য কিছু করেছিলেন ? পার্বত্য মানুষের কি দোষ ছিল রাষ্ট্র থেকে অনুরুপ সেবা না পাবার ? নাকি ভ্রাতৃ জোশে ভ্রাতৃ সেবা করে আজকে আমাদেরকে পথে বসালেন ? উত্তর দেবেন কি কেউ ? আশা রইলো ।

এখন আমার অতীত আমাকে পিছু টানছে। ফেলে আসা যৌবনা অতীতকে দেশে গিয়ে যখন আমি তার বয়োঃবৃদ্ধ রুপটিও মিলাতে পারি না তখন মনের অজান্তে পাহাড়ী ঝর্না বয়ে চলে। কখনো কেউ দেখে ফেললে লুকাই না, বলে দিই। শৈশবের বন্ধুরা আজ জীবন জীবিকার কড়াল গ্রাসে ঘর্মাক্ত । যন্ত্রবীহিন তবুও যান্ত্রিক দুর্যোগের শিকার যৌবনা শৃঙ্গ । শ্রীহীন শরতের শিশিরে আজ লাল পিঁপঁড়ে দৌড়ায় গুড়ের সন্ধানে । বন্ধুত্ব নিয়ে বসে আছে আমার সাথীরা, তবুও দৈত্যরা হাতছানিদেয়,প্রলয়ঙ্করী কালো ঝড়ে লন্ডভন্ড করেদেয় । আমাদের আশায় বরন ডালায় প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে বসে থাকা নিষ্পাপ যুবতীদের মনে আজ আর প্রেম নেই। হতাশা কুঁড়ে খায় প্রতিদিন তাদের। ভয়ে কুঁকড়ে উঠে প্রতিক্ষন । গৃহহীন সয়াহ হীন যুব-যুবারা শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করে রাত কাটায় একটি কাঁথার আশায়। একটু ছায়ার আশায় । কখনো যদি দেখা হয় বুক টি এগিয়ে দেয় একটু শান্তির নির্ভরতার আশায় । উজার করে দিই যতটুকু আছে মোর ধন । পল্লবে

পুষ্পরাখি যুব-যুবাদের প্রান। কিছু বন্ধু ভিক্ষা চাই, চাই কিছু বন্ধুত্ব ভিক্ষা , এছাড়া চাইবার আর কিছু নাই, যদি পাই একটু ছায়া, একটু মায়া, যদি দিতে পারি একটু ছায়া , একটু মায়া । পথ চলিলাম সেই আশায় ।

(হাতে সময় পেলে আরো গল্প শোনাবো)

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক। শান্তিতে থাকুক ।

সবাইকে ধন্যবাদ।
০২/০৮/২০০৩

digonto_b@hotmail.com